5-8-37

শ্রীভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের

পরশমণি

সাথী

নিত্য প্রসাধনের
অপরাজেয় "সাথী"

সুরুচি সম্পন্ন
অভিনব সাবান
গুণে, গন্ধে
অতুলনীয়

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

পরশমণি

কাহিনী :
যামিনী মিত্র

গীতিকার :
শৈলেন রায়

কাহিনীর
চিত্ররূপ :
শচীন সেনগুপ্ত

পরিচালক
প্রফুল্ল রায়

পরিচয়

পাত্র

মোহিত রায়	...	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
হারু ঘোষ	...	তুলসী লাহিড়ী
ভবতোষ	...	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
পরেশ ঘোষ	...	রবি রায়
মিঃ সেন	...	সন্তোষ সিংহ
ভৈরব	...	সত্য মুখার্জ্জি
স্বপন রায়	...	জীবেন বসু
মিঃ বিশ্বাস	...	প্রফুল্ল দাস (হাজু)
মণ্টু	...	মাষ্টার বিশু মুখার্জ্জি
ইনস্‌পেক্টার	...	কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি
মিল ম্যানেজার	...	অতুল গাঙ্গুলী
ডিটেক্‌টিভ	...	নৃপেন চক্রবর্ত্তী
মিল সর্দ্দার	...	কালী ঘোষ
জনৈক শ্রমিক	...	বেঞ্জামিন
অন্ধ ভিক্ষুক	...	সত্যেন চক্রবর্ত্তী
মেক-আপ ম্যান	...	কালী দাশ

পাত্রী

সীতা	...	জ্যোৎস্না গুপ্ত
এলা	...	রাণীবালা
সতী	...	বীণা বাগচি বি. এ.
হাসি	...	অরুণা দাস
মিসেস্‌ সেন	...	প্রভা
পিসিমা	...	দেববালা
লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট	...	রাজলক্ষ্মী (বড়)
জেন	...	আইলিন
ভিখারিণী	...	লক্ষ্মী
মীরা	..	সুলেখা ব্যানার্জ্জি

★ ★

★

— কর্ম্মীবৃন্দ —

প্রধান ব্যবস্থাপক	বৈজনাথ লাড়িয়া	ব্যবস্থাপক	সুরযূ লাড়িয়া
প্রধান যন্ত্রশিল্পী	চার্লস্‌ ক্রীড্‌	নৃত্যপরিকল্পনা	সমর ঘোষ
আলোক চিত্রশিল্পী	বিভূতি দাস	আবহ সঙ্গীত	পরিতোষ শীল [এইচ, এম, ভি, অর্কেষ্ট্রা]
শব্দযন্ত্রী	চার্লস্‌ ক্রীড্‌		
	মান্নালাল লাড়িয়া	চিত্র-সম্পাদক	শ্যাম দাস
রসায়নাগারিক	জগৎ রায় চৌধুরী	স্থিরচিত্রশিল্পী	দীনেশ দাস
	পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়	রূপসজ্জাকর	কালিদাস দাশ
শিল্প নির্দ্দেশক	সুধাংশু চৌধুরী	দৃশ্যপট	মতিলাল
সঙ্গীত পরিচালক	হিমাংশু দত্ত [সুরসাগর]	পট শিল্পী	পুরুষোত্তম

— সহকার গণ —

চিত্রনাট্য ও সংলাপ	আশু ব্যানার্জ্জী	শব্দযন্ত্র	পি গোয়েঙ্কা
			জগৎময় ব্যানার্জ্জী
ধারারক্ষী	গোপেশ্বর ব্যানার্জ্জী		
	কুমার সেন	আলোকচিত্রশিল্প	জগদীশ
	বিজলী মুখার্জ্জী		শচীন দাস গুপ্ত
ব্যবস্থাপনা	লালমোহন রায়	সম্পাদনা	সুধীন্দ্র পাল
		পটশিল্পী	মণিলাল

আর, সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

কারখানার দৃশ্যাবলী :

ভারত জুট মিলস্‌-এর সৌজন্যে

প্রচার সম্পাদক :

গুলাবরত্ন বাজপেয়ী ও কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক

চিত্রপরিবেশক : মিঃ এস্‌, আর হেমাডের পরিচালনায়

এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রীবিউটার্স

পরশমণি

কাহিনী

ধনীর আদুরে ছেলে মোহিত—হোষ্টেলে থেকে কলেজে পড়ে।

অভিজাত বংশের হিঁদুর ছেলে, কিন্তু ভালোবাসে খৃষ্টান মিঃ বিশ্বাসের মেয়ে মীরাকে!

সে তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মোহিতের বাপের চিঠিই সব গোলমাল পাকিয়ে দেয়।

মোহিত গ'র্জ্জে ওঠে : কাল জান্তেন আমার বাবার টাকা আমিই পাবো, তাই মেয়েকে লেলিয়ে

পরশমণি

দিলেন আমার পিছে; আজ শুনলেন, টাকা আমি পাবো না, তাই বোসই আজ হ'য়ে উঠ্‌লো বরেণ্য। এই হীন প্রবৃত্তির পরিচয় যারা দেয় তাদের ভদ্রতার মুখোস খুলে ফেলে তাদের কুৎসিৎ রূপ লোকচোখে ধরিয়ে দেওয়াই হোল আজ থেকে আমার কাজ—

মোহিত ঝড়ের মতো বেরিয়ে যায়।

অনেকদিন পরের কথা। মোহিতের বাপ মারা গেছেন। সে জীবনের নোতুন অধ্যায় ক'রেছে সুরু। এখন সে ধনী মোহিত রায়, মিল-ওনার, ব্যাঙ্কার—

'উইমেন প্রোটেকশন লীগের' সাহায্যে কলেজের মেয়েরা একটা 'চ্যারিটি প্লে' ক'রবে।

দলের প্রধান পাণ্ডা—সীতা, হাসি ও সতী। তারা টিকিট্ বিক্রীর জন্য মোহিত রায়ের কাছে এসেছে। আলাপে মোহিত রায় জানতে পারে যে, সীতা, তার বাপের বন্ধু, চাকুলিয়ার পরেশ ঘোষের মেয়ে!

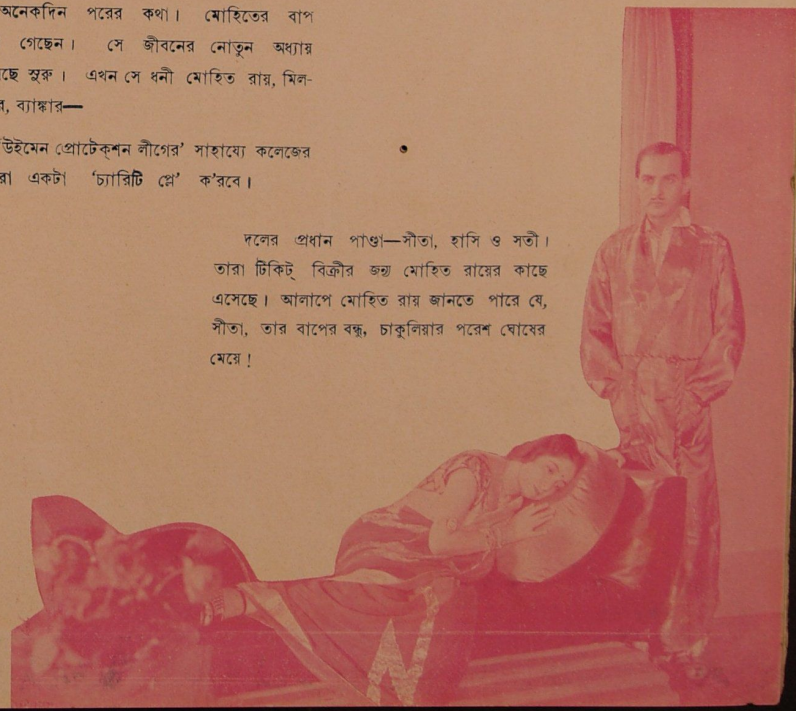

পরশমণি

এই সময়ে সীতার বাবাও মোহিতের বাড়ীতে পাশের ঘরে উপস্থিত ছিলেন। অনেক টাকা তিনি ধারেন মোহিতের কাছে। মোহিত বলে: সময় সে দিতে পারে—এক সর্ত্তে: সীতাকে যদি তিনি মোহিতের হাতে দেন।

মেয়েদের কলেজে হৈচৈ ব্যাপার!—ড্রপ উঠেছে—নাচ, গান আরম্ভ হ'য়েছে—হল ভর্ত্তি লোক! হঠাৎ ড্রপ প'ড়ে গেল। লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বেরিয়ে এসে ব'ল্লেন: "এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীমতী সীতা ঘোষ সহসা পিতৃহারা—

মোহিত তার ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ভবতোষকে মৃত পরেশ ঘোষের বাড়ী নিলাম করিয়ে নিতে বলে।

মোহিত বাড়ী দখল নিতে আসে, সীতা বাড়ী ছেড়ে দেয় বটে, কিন্তু মোহিত তাকে ছাড়ে না।

হারুদার স্ত্রী, মণ্টুর মা এলা-বৌদি মোহিতের অনুরক্তা। মোহিত—সীতাকে এনে সেখানে রাখে। হারুদা ভাবেন, সীতাকে বিয়ে করার সুমতি যদি মোহিতের হ'য়ে থাকে, তাহ'লে সে বেঁচে যাবে, মানুষ হবে।

পরশমণি

মোহিতের ম্যানেজার এদিকে খবর দেয় যে, ভদ্রশিক্ষিতদের দিয়ে 'মিলে' কাজ চালান অসম্ভব। মোহিত একথা বিশ্বাস করে না, বলে: "পয়সার জন্যে তারা কাজ করবেনা—ক'রবে আদর্শের জন্যে।" সে নিজেই মিলে যায়, কাজে উৎসাহ দেয়। মিল চলে—তাতে ঝড়ের শব্দ হয়।

জেন এসে জানায়: "Police Inspector wants to see you Sir!" মোহিত দেখা ক'রে ব'লে: "অবিশ্বাসের কারণ?"—

—"পরেশ বাবু আপনার এখানে মারা গেছেন, তা ছাড়া সীতাকেও পাওয়া যাচ্ছে না—"

* * *

সীতাকে মোহিত বিয়ে করে—কোন অনুষ্ঠানের গণ্ডীর ভেতর দিয়ে নয়, শুধু মোহিতের বাপের ছবির সাম্নে দাঁড়িয়ে, তাঁর আশীষ মাথায় নিয়ে। হারুদার আশা সফল হয়, আর বাড়ীর পুরোনো চাকর ভৈরবের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

হারুদা ভাবেন, মোহিতের জীবনে এইবার পরিবর্ত্তন দেখা দেবে।

মোহিতও চায় নিজেকে নিঃস্ব ক'রে কারো কাছে বিলিয়ে দিয়ে জীবনের চলার ছন্দকে সহজ সরল ক'রে তুলতে। কিন্তু—

পরশমণি

ফুলশয্যার রাতে সীতা এগিয়ে এসে স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় দেয়। মোহিত বলে: "ওকি কোরলে সীতা?"

—"আজকের দিনে হিঁদুর মেয়েকে সবার আগে স্বামীর পায়ের ধুলো নিতে হয়"—

মোহিতের চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে ওঠে।

এলাকে মোহিত বাড়ী পাঠিয়ে দিতে চায়, কিন্তু এলা বলে: "তোমার কাছ থেকে আমায় দূরে রেখো না ঠাকুরপো"—

মোহিত রাজী হয় না।

নব পরিণীতা সীতা সব শোনে। তার চোখের সামনে সারা দুনিয়া ঝাপ্‌সা হ'য়ে ওঠে। শুধু বলে: "একথা আমায় আগে বলনি কেন?"

নিরীহ গোবেচারা অঙ্কের অধ্যাপক মিঃ সেন ও তাঁর স্ত্রী মিসেস্ সেন। মিসেস্ সেন চান মোহিত রায়কে একটা 'টি পার্টিতে' অভিনন্দিত ক'রে তাঁর শিক্ষিতা মেয়ে হাসিকে মোহিত রায়ের হাতে তুলে দিতে।

'টি-পার্টির' যোগাড় হয়। মিসেস্ সেনের মুখে আর হাসি ধরে না, হাসি কিন্তু দুর্ভাবনায় অস্থির! সে ভালোবাসে তার বন্ধু সতীর দাদা স্বপন ডাক্তারকে।

মোহিত বোঝে এ তার অন্যায়, এ তার অবিচার। সে চায় নিজেকে সংযমী ক'রে তুলতে—তবু পারে না; তার মনের পশু যেন ক্ষেপে ওঠে সহরের এই উদ্দামতায়.....

তাই সীতাকে সে বলে: "চল আমরা সহর ছেড়ে

চ'লে যাই'। চাকুলিয়ায় তারা যায়। কিন্তু মোহিত কি সেখানে থাক্‌তে পারে?

* * *

পিসিমা অভিযোগ করেন, দুঃখু করেন। সীতা নীরবে চোখের জল মোছে, আর মোহিতের প্রতীক্ষা করে।

হারুদা মণ্টুকে নিয়ে আসেন সীতার কাছে। সীতা মণ্টুকে বুকে নিয়ে অনেকটা তৃপ্তি পায়।

হারুদা সহানুভূতি জানান। সীতা বলে: "স্ত্রী হইচি সত্যি, কিন্তু স্ত্রীর তপঃশক্তি পাইনি, তা যেদিন পাবো সেদিন কি তিনি দূরে থাক্‌তে পারবেন?"

আধুনিক শিক্ষিত মেয়ের মুখে এ কথা শুনে হারুদা অবাক্ হ'য়ে যান, বলেন: "আমি ব'লচি সীতা, তাকে ফিরতেই হবে—"

তবু কি মোহিত আসে? না, আসে না। সীতার বুক্ ফাটা ব্যথা সজীব হ'য়ে মিনতি জানায় দেবতার পায়ে। পল্লীর বুক্ সীতার ব্যথায় কাতর হ'য়ে ওঠে, তবু—তবু সে আসে না। আসে ভবতোষ, জানায় মোহিত রায় উচ্ছৃঙ্খল, মোহিত রায় লম্পট।

সীতা স্বামীর অপবাদ সহ্য ক'র্ত্তে পারে না। সে বলে: "আমি তোমার মনিবের স্ত্রী, এ কথা ভুলো না"—

পরশমণি

—"ইচ্ছে কোরলে তুমি আমার স্ত্রীও হ'তে পারতে?" ভবতোষের মনে এইখানেই জ্বালা।

* * *

ব্যর্থতায় এলার মন বিষিয়ে ওঠে, ভবতোষের ঈর্ষা তাতে ইন্ধন যোগায়। ঈর্ষা ও ব্যর্থতা মোহিতের জীবন আকাশকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে তোলে।

পরশমণি

ভবতোষের বিশ্বাসঘাতকতায়, তার প্ররোচনায় ব্যাঙ্কে গোলমালের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভবতোষের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় সীতার স্বার্থত্যাগে।

কিন্তু মোহিতের ভাগ্যাকাশে যে ঝড়ের মাতন সুরু হয়, তা কি সহজে থামে? মিলে ধর্ম্মঘটের সুরু হয়, মোহিত ক্ষেপে ওঠে। উত্তেজিত জনতার মাঝে ছুটে যায়···ছুটে যায় নিশ্চিত মৃত্যুর পথে, কিন্তু কার সোনার কাঠির স্পর্শে, কার শুভেচ্ছায়, কার অসামান্য আত্মত্যাগে লোহা আবার সোনা হয়—তারই বিচারের ভার আপনার—

পর্দ্দায় সেই কাহিনীর পরিণতি দেখুন।

—শেষ—

পরশমণি

— গীতাংশ —

(১)

হোষ্টেল : (কোরাস)

বন পাখীর দল
মোরা যে বন পাখীর দল
মোদের গানে আকুল হোল
শ্যামল বনাঞ্চল।
নীল আকাশের দেশে
চলি সুরের নেশায় ভেসে
মুক্ত পথের যাত্রী মোরা
বন পাখীর দল।

মোদের গানে ফুলের চোখে
শিশির টলমল
গানের সুরে তারায় তারায়
আলোয় ঝলমল।
বনের বীণা বনের বেণু
বনের চারণ দল
বন পাখীর দল
মোরা যে বন পাখীর দল॥

পরশমণি

(২)

এলা : প্রজাপতি আসে উড়ে
আঁখির অনল ছায়
রাঙা পাখা মেলি
নিজেরে দহিয়া যায়
হায় হায়! নিজেরে দহিয়া যায়!
কালো এ কেশের মায়া
এ যে মরণের ছায়া,
আলোকের শিশু পথ ভুলে হেথা
নিজেরে হারাতে চায়
হায় হায়, নিজেরে দহিয়া যায়!

আমার সাগরে জোয়ার
এলো যে আজি
আমার নয়নে মরণ
এ্যারে সাজি
ভেসে যায় প্রেম তীর
ভাঙে বালুকার নীড়
ভালোবাসা যেন জলের লেখাটি হায়।

পরশমণি

(৩)

ফ্যাক্টরীর গান : (কোরাস্)

দুর্গম পথে দুর্জ্জয় মোরা দুঃসাহসীর দল
অন্তরে জাগে দুর্ব্বার আশা সম্বল বাহুবল
বর্ত্তমানের বৃন্ত ছিঁড়িয়া
কর্ম্মফলেরে আনিব জিনিয়া
ভাগ্য আকাশে ছল ছল চোখে চাইনা ভাগ্যফল।
আমরা নহি সে বেলোয়ারী চিজ
ঠুনকো মানুষ কল।
আয়াসে লালিত পালিত দেহের দুর্ব্বল রথখানি
উড়নি চাদরে কেরাণী করিয়া আপিসে লইনা টানি
মোরা দুঃখজয়ীর দল,
ঝঞ্ঝায় অবিচল
তুষ্ট করিতে রুষ্ট প্রভুরে আনিনা চক্ষুজল।
গণ্ডুষ ভ'রে করিনাক' পান অপমান হলাহল।
আমরা জীবন, জড় নহি মোরা
মোরা নহি দুর্ব্বল॥

(৪)

(রেডিও-গান)

আরতি-দীপ হয়নি জ্বালা
মালা হয়নি গাঁথা
দেবতারে আজ রাখি কোথা
নাই যে আসন পাতা।
তোমার হাসিটি মধুতে ভরা
ও চাহনি লাগে যে ভালো
চরণে শরণ চাহি
বাসোগো আমারে ভালো।

পরশমণি

(রেডিও-গান) (৫)

প্রথম গোলাপ যেদিন খুলিল আঁখি
প্রথম ভ্রমর সুধালো যে তারে
স্বপনে জাগি।
সে কি তুমি সে কি আমি
নিরালাতে দিন যামি
তৃষিত নয়নে মিলানু তৃষিত আঁখি ॥
প্রথম যে নদী মিলালো সাগর মাঝে
সে যে তুমি, আমি —সে কথা কি মনে আছে ?
প্রথম চাঁদের লাগি
যে চকোরী ছিল জাগি
সে যে তুমি, আমি প্রথম প্রেমিকা
প্রথম প্রেমিক লাগি।

হাসি : (৬)

নব জনমের প্রথম অরুণ-প্রাতে
মোরে দিনু আমি হে প্রিয় তোমারই হাতে
প্রথম অরুণ প্রাতে।
শত বসন্ত কোটি করুণ রাগে
রাঙা হয়ে যেন গোলাপে গোলাপে জাগে
আমার বীণাতে তব বেণু রবে মিলনের মোহনাতে
মোরে দিনু আমি হে প্রিয় তোমারই হাতে।
প্রাণের সায়রে ফুটেছে আমার মিলনের শতদল
অনাদি কালের ভ্রমর যেথায় তাই হোল চঞ্চল।
মনে হয় যেন এই ক্ষণিকার মাঝে
অমৃত মিলন হৃদয় ভরিয়া রাজে,
চকোরীরে হেথা হয়না কাঁদিতে হারায়ে বিমল চাঁদে ॥

পরশমণি

(৭)

সীতা :

শুধু কাঙালের মতো চেয়েছিনু তার মালাখানি
ফিরায়েছে মোরে অকারণে শুধু বেদনা হানি
যত প্রেমদীপ জ্বালি বাড়িল শুধু যে কালি
ফুল ফুটে ঝ'রে সুরভি জানায় বেদনা বাণী
আমি কি জানিনা রচিতে স্বরগ ধূলার মাঝে
প্রেমের মুকুতা মোর সাগরেও লুকানো আছে।
মোর প্রেম ধূপে সুরভি কি নাই !
নিভেছে অনল প'ড়ে আছে ছাই,
গোপন যে ব্যথা স্বপনে কাঁদে গো নীরব লাজে।

সীতা : (৮)

রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা
আকাশের নীল গায়
তুমি কোথায়, তুমি কোথায় ?
আমার এ গান স্বপনে ভাসিয়া যায়
তুমি কোথায়, তুমি কোথায় ?
আমার এ গান জড়ানো পাখীর প্রলাপে
এ সুর যেন গো রাঙানো প্রাণের গোলাপে
যেন এ মলয়া দেশে
(চলে) পাখীর পালকে ভেসে
(যেন) আঁখি পল্লব নেমে আসে ধীরে
আঁখি পল্লব ছায়
তুমি কোথায়, তুমি কোথায় ?

(৯)

ভিক্ষুক ও ভিখারিণী :

ক্ষ্যাপা তুই জড়িয়ে গেলি ভুলের জালে
পরশমণি চিনলি না ভাই, চিনলি না,
ও ভাই, বেসাত করি' ফাঁকির হাটে
দিনগুলি তোর এমনি কাটে
হোথায় পরশ পাথর ধূলায় পড়ে
প্রেমের মাণিক কিনলি না
চিনলি না ভাই চিনলি না।
ও তুই ভরা চাঁদের দরশ লাগি
চোখ বুঁজে ভাই রইলি জাগি
চাঁদ কেঁদে হায় মুখ লুকালো
অন্ধ আঁখি খুললি না,
ও তুই পরশমণি চিনলি না।

পরশমণি

(১০)

ভিক্ষুক ও ভিখারিণী :

যদি তুই বাস্‌বি ভালো
(ও তোর) ভালোবাসার ধন
তবে আপনারে তোর জ্বাল্‌তে হবে
জ্বালতে হবে, দীপের মতন।
ও তোর অহঙ্কারের মণিমালায়
ফেলতে হবে পথের ধূলায়
ওরে প্রেমের প্রভু যাকনা দ'লে
যা কিছু তোর ভূষণ রতন।
পরাণে প্রেম আছে যার
সে দেখে মরুর মাঝে
প্রেমের মুকুল নিত্য ফোটে
প্রাণের কাছে সকাল সাঁঝে।
ও তোর বাহিরটারে শূন্য ক'রে
হিয়ায় তুলে রাখ সে চোরে,
ও তোর প্রেমাগুণে যাকনা জ্বলে,
সব আবরণ, সব আভরণ।

(১১)

এলা :

কাঁটা রহে কুসুম ঝরিয়া সে যে যায়
ভালোবাসা সোণার হরিণ
রচি মায়া চকিতে লুকায়
মিছে ছলনায়।
মেঘের করুণ নীর ধারা
আজ সে কি হোলরে হারা
প্রলয়ের জ্বালা এ যে খ'সে পড়া
বিদ্যুৎ বেদনায়।
আমি আজ আঁধারের ভাষা
আলোকের আঁখি তটে
লিখে দিতে কালো নিরাশা।
আমি জাগি ঝড়ের পাখায়
কাঁদাইতে যে মোরে কাঁদায়,
অনল নিজেরে দহি
যারে পায় তাহারে জ্বালায়!

সশ্রদ্ধ নিবেদন

শ্রীভারতলক্ষ্মীর পৃষ্ঠপোষকগণের প্রতি—

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের পৃষ্ঠপোষকগণের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই আমাদের প্রথম বাংলা প্রচেষ্টা **"চাঁদসদাগর"** উপহার দিয়া বাংলার চিত্রামোদী নর-নারীর মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইয়াছি; তারপর চিরনূতন গীতিনাট্য **"আলিবাবা"**র চিত্ররূপ উপহার দিয়া তাঁহাদের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু রস-পিপাসা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছি— তারপর সর্ব্বজন-প্রশংসিত চিত্র **"অভিনয়"** নির্ম্মাণকল্পে যে বিপুল অর্থব্যয় করিয়াছি, তাহা চিত্র-প্রিয়দের সাগ্রহ সম্বর্দ্ধনায় আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিয়াছি।

এবার ভিন্ন ধরণের যে চিত্র-নিবেদন, আমার অনুগ্রাহক ও অনুগ্রাহিকাদের কাছে পরিবেশন করিতেছি—সেই অনন্যসাধারণ বাংলা বাণীচিত্র **"পরশমণি"**—তাঁহাদের সমাদর লাভে বঞ্চিত হইবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে।

আমার পৃষ্ঠপোষকগণের সহযোগিতা কামনা করিয়া তাঁহাদিগকে আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের সহযোগিতা লাভে ধন্য হইলে আমার পরবর্ত্তী চিত্রগুলিতে নবতর রস-পরিবেশনে প্রয়াসী হইতে পারিব বলিয়া আশা রাখি।

নিবেদক—

শ্রীকার্তিক চট্টোপাধ্যায়

"MAGIC VOICE OF THE SCREEN"

CAN BE HEARD BY

YOU

IN EVERY THEATRE WHERE

RCA Reproducers are Installed.

"MAGIC VOICE. OF THE SCREEN"

Can be Heard in Calcutta at—

CHAYA CINEMA RUPABANI NEW CINEMA
PARADISE BHARAT LAKSHMI HOUSE
GANESH TALKIE HOUSE CITY CINEMA
NATIONAL BIOSCOPE PARK SHOWHOUSE
BIJOLI ETC. ETC.

"MAGIC VOICE OF THE SCREEN"

INSTALLED BY RCA DEPT.

EMPIRE TALKIE DISTRIBUTORS

ETD BLDG., 96E, CHOWRINGHEE SQUARE, CALCUTTA.

PHONE CAL. 3625 FOR ACCOUNTS & R C A DEPTS. CAL. 3636.

Printed by N. C. Roy. The Imperial Art Cottage, Calcutta.